দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 19 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ছাত্রদল-ছাত্রলীগ সংঘর্ষের পর ছাত্রদলের মিছিল (বাঁয়ে), (ডানে ওপর থেকে) সংঘর্ষে আহত ছাত্রলীগকর্মী রোবাইত ও হেলাল এবং গুলিবিদ্ধ ছাত্রদলকর্মী পলাশ -জনকণ্ঠ

জগন্নাথ কলেজে ছাত্রদল নেতা গুলিবিদ্ধ ॥ কয়েক ছাত্রলীগ নেতা প্রহৃত, সংঘর্ষ

স্টাফ রিপোর্টার ॥ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে তুচ্ছ ঘটনার জের ধরে এক ছাত্রদল নেতা গুলিবিদ্ধসহ কয়েক ছাত্রলীগ নেতাকে বেদম পেটানো হয়েছে। এ নিয়ে কয়েক দফা সংঘর্ষে প্রায় ১০/১২ ছাত্র আহত হয়। ছাত্রদল নেতা গুলিবিদ্ধ হওয়ার জের ধরে তারা ছাত্রলীগকে ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। রবিবার দুপুরে এ নিয়ে সদরঘাট এলাকায় তুমুল উত্তেজনা বিরাজ করে। এ সময় এলাকায় যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে পুলিশ এলে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

কোতোয়ালি থানার ওসি এবিএম সুলতান জানান, ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের কোন্দলের জের ধরে প্রথমে তর্কাতর্কি থেকে তা সংঘর্ষে রূপ নেয়। ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা গণ্ডগোল থামাতে এগিয়ে আসে। একপর্যায়ে তারা ছাত্রলীগকে ক্যাম্পাসের বাইরে গিয়ে অভ্যন্তরীণ ঘটনা মীমাংসা করতে বলে। একপর্যায়ে ছাত্রলীগের রিপন গ্রুপের নেতৃত্বে ক্যাম্পাসে মিছিল বের হয়। রিপন গ্রুপের মিছিলকে কেন্দ্র করে ধাওয়া পাল্টাধাওয়া ও গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। এতে ক্রস ফায়ারে পড়ে

(৭- পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

(৮-এর পাতার পর)

জগন্নাথ কলেজে

ছাত্রদলের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখার ডাইস প্রেসিডেন্ট পলাশের শরীরে গুলিবিদ্ধ হয়। এতে উত্তেজনা তুমুল আকার ধারণ করে। পলাশ গুলিবিদ্ধ হবার খবর ছড়িয়ে পড়লে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ছাত্রলীগকে ধাওয়া করে ক্যাম্পাসের বাইরে বিতাড়িত করে। এ সময় ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ছাত্রলীগ নেতা সাঈদ, রুবাইয়াত ও হেলালকে বেদম পেটায়। সংঘর্ষে ১০/১২ ছাত্রও আহত হয়।

সংঘর্ষ ক্যাম্পাস ছাড়িয়ে সদরঘাট এলাকায়ও বিস্তারলাভ করে। খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানা পুলিশ অকুস্থলে এলে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

ক্যাম্পাসের একটি সূত্র বলেছে, রানা নামের এক ছাত্রলীগ নেতাকে চড়-থাপ্পড় মারাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা থেকে তা সংঘর্ষে রূপ নেয়। কোতোয়ালি থানা পুলিশ বলেছে, ছাত্রদল নেতা পলাশের বুকের বাম দিকে এবং বাম হাতে গুলি লাগলেও তা আশঙ্কাজনক নয় বলে জানা গেছে। এ নিয়ে রাতে মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।